গল্প

তারা বসে আছে, পাখি উড়ে যায়

ধ্রুব এষ

‘আমি তোকে রিনির কথা বলেছি?’
‘না, কেন?’
‘না মেয়েটা খুবই ঘরোয়া।’
‘ঘরোয়া মানে?’
‘সব ছেলের ঘরেই যায় আর কি!’
‘ও।’
‘এটা একটা জোক ঋষি!’
‘তো? কি?’
‘কেন শুনে তোর হাসি পায়নি?’
‘না।’
‘তোর কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। আচ্ছা আরেকটা জোক বলি শোন- এক মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ডকে বলল- অ্যাই শোনো, আমি না মা হতে চলেছি! বয়ফ্রেন্ড চোখ বড় করে বলল, কী বলছ তুমি? কী সর্বনাশ! মেয়ে বলল তুমি আঁতকে উঠছ কেন? আমি তো বিয়ে করছি তোমার বাবাকে।- হাঃ হাঃ হাঃ!’
হেসে বোকা হয়ে গেল মাসরুর।
এই জোক শুনেও ঋষি নিশ্চুপ! জড় হয়ে আছে। কেন?
কী হয়েছে?
সমস্যা কি তোর?
মাসরুর চোখ তীক্ষ্ণ করে দেখল।
দাড়ি-গোঁফঅলা ঋষি আরেফিন, সে এমনিতেই ঋষি ঋষি দেখতে। ছেলে-হরিণের চোখের মতো তার চোখ। টানা টানা এবং উদাসীন। মাসরুর বলল, ‘তোর কী হয়েছে?’

‘কী হবে?’ ঋষি বলল, ‘সিগারেট আছে তোর কাছে? দে থাকলে।’

‘বাংলা ফাইভ’। মাসরুর বলল।

ঋষি বলল, ‘দে’।

শার্টের পকেট থেকে মাসরুর একটা গোল্ডলিফের প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট দিল ঋষিকে। বাংলা ফাইভ ঋষির ব্র্যান্ড না। ঋষি বলল ‘আগুন?’

মাসরুর লাইটার বের করে দিল। সবুজ রঙের সস্তা প্লাস্টিকের লাইটার। ঋষি সিগারেট ধরিয়ে বলল, ‘তোর জ্বর হয়েছিল শুনলাম।’

মাসরুর বলল ‘তোকে কে বলল?’

ঋষি হাসল। ম্লান এবং অনুজ্জ্বল হাসি।

মাসরুর একটা ক্লেরিহিউ বানাল-

ঋষি

তোর

পেয়েছে কি?

হিসি?

উপযুক্ত সময় না এটা। কিন্তু এখন মনে পড়ল যখন, কী করতে পারে মাসরুর? কিংবা যে কেউ?

ঋষি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মাসরুর আবার বলল ‘তোর কি হয়েছে?’

‘কিছু হয়নি।’ ঋষি বলল।

‘তুই কি আপসেট?’ মাসরুর বলল, ‘কোনো কারণে?’

ঋষি বলল ‘নাহ্।’- বলে আকাশ দেখতে মনোযোগী হলো। অথবা কিছুই হয়তো দেখল না। - শীতকালের আকাশ। সাদা মেঘ আছে। আর আছে পরিযায়ী পাখিদের দলবল। এই একটু আগেই মাত্র একদল পাখি উড়াল দিয়ে গেছে। আকাশের উত্তর থেকে দক্ষিণে। আকাশ জুড়ে কিছুক্ষণ ধরে তাদের ডানার শব্দ আর ডাকের শব্দ ছিল। ঋষি একবার তাকিয়ে দেখেনি। এটা স্বাভাবিক ঘটনা না। স্বাভাবিক হতো ঋষি পাখির দল দেখলে। আর পরিযায়ী পাখির দলের সঙ্গে ফিবোনাক্কি রাশিমালার সম্পর্ক নিয়ে দুই-একটা কথা-টথা বললে।

যদিও কম কথা বলে ঋষি। খুবই কম কথা বলে। এতো কম কথা বলে, এতো ভালো লিখে কি করে সে? পত্রিকার উপসম্পাদকীয়? তাও আবার ইংলিশ পত্রিকার?

মাসরুর বলল, ‘তোর ছাদটা চমৎকার।’

কথা বলবার জন্য কথা বলা। না হলে এই কথা আগেও অনেকদিন অনেকবার বলেছে মাসরুর। এখানে এই ছাদে বসেই। -ঋষি বলল, ‘হুঁ।’

ছাদ লাগোয়া ঘর ঋষির। কেউ এলে বসে ছাদেই। - এখন ছাদে হলুদ মরা রোদ বিকেলের। শীতার্ত বিকেল। কিন্তু মরা রোদ? মরা রোদ কেন? রোদ কি মরে নাকি কখনো? - এর থেকে বলি ম্রিয়মাণ রোদ, মাসরুর ভাবল। এবং ম্রিয়মাণ এই রোদে তার মনে

পড়ল ‘অমলকান্তিকে’। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার ‘অমলকান্তি’। - ‘অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল’। - এই রোদ্দুর? অমলকান্তি এই রকম ম্রিয়মাণ ‘রোদ্দুর’ হতে চেয়েছিল।’ না সকালের ঝলমলে ‘রোদ্দুর’?

ঋষিকে ‘অমলকান্তি’ মনে হলো মাসরুরের।

‘অমলকান্তি’ ফিল্টারটিপ সিগারেট টানছে!

না, ঋষি ‘অমলকান্তি’ না। ঋষি হলো ঋষি। -আচ্ছা ঋষির বাপ আরেফিন সিদ্দিক, ছেলের নাম কেন ঋষিই রাখলেন?

ঋষি! সেইন্ট!

আবার কথা বলতে যাচ্ছিল মাসরুর। বলতে পারল না। আবার একদল পরিযায়ী পাখি! আবার ডানার শব্দ আর ডাকের। কিছুক্ষণ ধরে আকাশ ও আশপাশ মুখরিত হয়ে থাকল।

এবার ঋষিও দেখল ও শুনল।

মাসরুর উড়ে যেতে দিল পাখিদের।

ডানার শব্দ, ডাকের শব্দ, আর পাখিরাও মিলিয়ে গেল। দূরে।

মাসরুর অপেক্ষা করে থাকল। - ঋষি এখন কথা বলবে হয়তো ফিবোনাক্কি রাশিমালা নিয়ে। কিংবা গণিতের আর কোনো প্রবলেম, কিংবা আর কোনো প্রবলেম...। ঋষি গণিত পছন্দ করে। পছন্দ করে গণিত নিয়ে কথা বলতেও। কখনো কখনো। - কিন্তু এখন কিছুই বলল না

মাসরুর হিসাব করল তার পকেটে আর তিনটি মাত্র বাংলা ফাইভ আছে। চলছে-চলবে। একটা ধরানো যেতে পারে এখন। মাসরুর ধরাল।

ঋষি বলল ‘তোর... আর কি খবর?’

‘প্রজেক্টটা মনে হয় বন্ধ হয়ে যাবে।’ মাসরুর বলল। সে কাজ করে একটা এনজিওর প্রজেক্টে। স্যানিটেশন বিষয়ক প্রজেক্ট। কয়েকদিন ধরে নানা রকম গন্ডগোলের কথা শোনা যাচ্ছে। দাতা সাহেবরা টাকা দিচ্ছে না। প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তা হলে বেকার হয়ে যাবে মাসরুর। প্রজেক্টের আরো কিছু লোকও। তাদের জন্য দুঃখিত মাসরুর একটা ধোঁয়ার রিং উৎসর্গ করল।

ঋষি বলল,‘তুই কি করবি’?

মাসরুর বলল, ‘দুইমাস কিছু করবো না। মাসুদ রানা পড়ব এবং ঘুমাব।’

‘ও।’

একেবারে কোনো কারণ ছাড়াই মাসরুরের সিলভিয়ার কথা মনে পড়ল। সিলভিয়া। স্টার হয়ে গেছে। নাটক, ছবি অ্যাড- ব্যস্ত ক্যারিয়ার। বাচ্চা কাচ্চার মা, বিধবা বড়বোন এই জাতীয় ক্যারেক্টার করে। কিছুদিন আগেও তার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস, ৩৪-২৬-৩৬ ছিল। হঠাৎ করে সম্ভবত ৩৮ সম্ভবত ৩২ সম্ভবত ৪৭ হয়ে গেছে। একদমই হঠাৎ। বিস্মিত জনগণ। বিশেষত ফকরুল। বিস্মিত ফকরুল দ্বিতীয়বার ‘আকিকা’ করেছে সিলভিয়ার। জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়েছে, সিলভিয়ার নাম এখন থেকে ‘হঠাৎ’। এমন হঠাৎ কেউ ৪৭ হয়ে যায়? ফকরুলের ফোনে সিলভিয়ার নাম্বার HOTHATH লিখে সেভ করে রাখা। প্রকাশ্যে যখন তখন ফোন করে বলে, ‘হঠাৎ তোর শুটিং শেষ হয়ে গেছে?’- হারামী শালা! কিছুদিন আগে ফকরুল আর ‘হঠাৎ’-এর দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী গেছে। মাসরুর সাদিক রেহনুমা লীনা আর রিফাত গিয়েছিল। ঋষি যায়নি। ঋষি কি অবগত? ‘হঠাৎ’ বৃত্তান্ত?

নাকি মাসরুর এখন বলবে? পরিস্থিতি কি? বলবার মতো?

ঋষির সিগারেট শেষ হয়ে গেছে?

মাসরুর বলল ‘আরেকটা টানবি?’

ঋষি বলল, ‘না।’

ক্লান্ত বিষণ্ন দেখাল ঋষিকে।

এই ছাদ থেকে কাঁটাবনের কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল দেখা যায়। কয়েকটা মেয়ে হোস্টেলের ছাদে উঠেছে। একটা মেয়ে কি সিগারেট টানছে? না, কী?

মাসরুর বলল ‘দেখ।’

ঋষি বলল, ‘কি?’

‘কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের ছাদে-’

ঋষি তাকাল।

মাসরুর বলল ‘একটা মেয়ে সিগারেট টানছে।’

ঋষি তাকাল। তাকিয়ে দেখল?

বোঝা গেল না।

মাসরুরের মনে হলো, ঋষি কি করবে এখন? দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

- ভুল অনুমান।

ঋষি চোখ শূন্যে উড়িয়ে, তাকিয়ে থাকল মহিলা হোস্টেলের দিকে। নিশ্চিত কিছু দেখছে না। কেন? এতো মন খারাপ। কিসের জন্য ঋষির? তার অফিসে কি কিছু ঘটেছে! কিংবা ঋষির নিজস্ব জীবনে? নিজস্ব জীবনে, মনে হয় না। ঘটলেও কি ঋষি বলত? কোনোদিন বলত না।

মাত্রাতিরিক্ত অন্তর্মুখী এবং মাত্রাতিরিক্ত লাজুক ঋষি। কিছু ঘটলেও কাউকে বলবে না।

যেমন কি না সে কখনো বলেনি মিলি তার সঙ্গে প্রেম করত। মিলিকেও এই ছাদে বা ঋষির ঘরে, কোনোদিন দেখা যায়নি। অথচ ছিল সম্পর্কটা। মিলির বিয়ের পর বিষণ্ন ঋষি আরো বিষণ্ন ছিল কিছুদিন। তবে মারাত্মক কিছু করেনি। ঘুমিয়ে সেইসব দিন এবং রাত্রি পার করে দিয়েছে। নানা পদের ঘুমের ওষুধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে। আর মিলির স্মৃতি বিজড়িত এলাকাসমূহে কিছুদিন যায়নি। যেমন টিএসসি, যেমন ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউট। মিলি ফাইন আর্টসে পড়ত। দেবযানীর কাজিন অনিতাও পড়ত। - এই সব তিন বছর আগের ঘটনা। মাসরুর শুনেছে কিছুদিন আগে। দেবযানী বলেছে। মাসরুর তারপর ধরেছিল ঋষিকে। ঋষি কিছু অস্বীকার করেনি। মুড ভালো ছিল তার হয়তো। কিংবা, মিতবাক কোনো মানুষকেও কখনো কখনো পায় আত্মকথনে। ঘুমিয়ে বিরহের দিন-রাত্রি যাপন, জীবন জগৎ সম্পর্কে অনীহা- আরো অনেক কিছু বলেছিল ঋষি। -অন্য এক ঋষি। শুনে এমন আশ্চর্য হয়েছিল মাসরুর! ঋষি এ রকম?

এরকমই।

মিলির পর ঋষির সঙ্গে কি আর কোনো মেয়ের সম্পর্ক হয়েছে?

- শোনা যায়নি। হলে ঋষি হাইড করতে পারতো না। তিন বছর আগে এতো মোবাইল ফোন ছিল না, এতো ইন্টারনেট-ফিনটারনেট ছিল না। তথ্যপ্রযুক্তির উপদ্রবে এখন আর ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকছে না।

মহিলা হোস্টেলের ছাদ থেকে মেয়ের দল নেমে গেছে।

রোদ পড়ে গেছে। সন্ধ্যা হয় হয়।

ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শীত শীত করছে।

মাসরুর বলল 'তোর অবস্থা কি? টাকা-পয়সা আছে?'

'কত টাকা?' ঋষি বলল।

'তুই আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবি?'

'কত টাকা?'

'সাত-আট হাজার?'

'পারব। তুই কি এখনই নিবি?'

'না পরশু।'

'এখন নিয়ে যা'।

'না পরশু।'

ঋষি এখন কি বলতে পারত? - এতো টাকা দিয়ে তুই কি করবি? বলল না।

মাসরুর বলল 'একটা প্রবলেম হয়ে গেছে।'

ঋষি বলল, 'ও।'

'প্রবলেম কি শুনবি না?'

'বল।'

'না থাক। তোর উপন্যাস লেখা কতদূর?

'লিখতে পারছি না।'

'লিখতে পারছিস না কেন?'

'তুই আর কি করছিস?'

'আমার কথা পরে। আগে তোর কথা বল। তোর লেখা কেন হচ্ছে না?'

'হয়ে যাবে।'

ঋষি একটা ইংলিশ উপন্যাস লিখেছে- ফার অ্যাওয়ে। কিছুদূর লেখা হয়েছে। একশ' আঠারো পৃষ্ঠার কথা শুনেছিল মাসরুর। ঋষি কি আর লিখেছে তারপর? - তার কথা থেকে বোঝা গেল না। মাসরুর বলল 'আর কত পৃষ্ঠা লিখবি?'

'ঠিক নেই।'

'আনুমানিক?'

'আমি অনুমান করতে পারি না।' ঋষি হাসল, এতোক্ষণ পর।

মাসরুরের মনে হলো পরিবেশ তাহলে একটু সহজ হতে শুরু করেছে। একটু আগেকার দুঃখী-বিষণ্ন-কাকতাড়ুয়া নেই আর ঋষি। স্বভাবজাত একটা উদাসীনতা ছাড়া আর কিছু নেই আর চোখের মণিতে!

কিন্তু শীত করছে না ঋষির?

টি-শার্ট আর ট্রাউজারস সে পরে আছে!

মাসরুর বলল, 'তোমার শীত করছে না?'

ঋষি বলল, 'না।'

মাসরুর ভাবল কথা শেষ হয়ে গেছে। এখন সে আর কী বলবে?

একটা স্ল্যাং মনে পড়ল মাসরুরের। ভয়াবহ স্ল্যাং। - বলা যাবে না।

ঋষি বলল 'তুই আর কি করছিস?'

একটু আগেও ঋষি ঠিক এই কথা বলল না একবার?

আবার কেন?

তখন কি বলেছিল মাসরুর? এখন বলল, 'আর কি করব? পার্টটাইম ভালোবাসছি দেবযানীকে।'

ঋষি বলল, 'ও। তুই দেবযানীকে বিয়ে করবি?'

'দাড়া একটা ফোন করে দেখি। দেবযানীকে।' মাসরুর বলল, 'তোর ফোন কোথায়?'

'ঘরে। নিয়ে আয়।'

সন্ধ্যার অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে, আবার আরো ফিকেও হয়েছে। - মেট্রোপলিটন নগরীর কুৎসিত-হলুদ সোডিয়াম বাতি জ্বলে উঠেছে।

মাসরুর বলল, 'টেবিলে?'

ঋষি বলল, 'না, আলনায়। শার্টের পকেটে।'

'বাতি জ্বালাব?'

'না।'

মাসরুর উঠল, ঘরে গেল এবং ঋষির মোবাইল ফোন নিয়ে ফিরল।

'টাকা আছে ফোনে?'

'আছে।'

'লক খুলে দে।'

ঋষি ফোন আনলক করল।

মাসরুর ফোন করল দেবযানীকে।

নেটওয়ার্ক বিজি। কেন বিজি?

রিডায়াল করল মাসরুর।

এবার আর নেটওয়ার্ক বিজি হলো না। তিনটা রিং-এর পর দেবযানী ধরল, 'হ্যালো।'

মাসরুর বলল, 'দেবযানী।'

দেবযানী বলল, 'কে বলছেন প্লিজ?'

দেবযানী কি ধরতে পারেনি?

দুই চারটা কথা বলবার আগে কোনোদিনই ধরতে পারে না।

মাসরুর বলল, 'দেবযানী দেব জানি।'

দেবযানী বলল, 'ব্যাটা বদমাইশ!'

মাসরুর বলল, 'কি কর?'

'গান শুনি।' দেবযানী বলল।

'বাংলা না ইংলিশ?'

'বাংলা না ইংলিশ না হিন্দি না উর্দু না' দেবযানী এক নিঃশ্বাসে বলল 'আফগানিস্তানের পাখতুনদের গান।'

'কী?'

'পাখতুন। পাখ্-তুন।'

'পাখতুন কি?'

'আফগানিস্তানের একটা... কি বলব, ট্রাইব। গানের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু অদ্ভুত। মন খারাপ হয়ে যায় শুনলে। আমি কাল রাত থেকে শুনছি।'

'কাল রাত থেকে তোমার মন খারাপ?'

'একটু একটু' দেবযানী বলল, 'তুমি কি করছ?'

'আমি এক, বসে আছি। দুই, তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তিন, সন্ত ঋষিকে দেখছি।'

'সন্ত ঋষিকে দেখছ মানে? তুমি এখন কোথায়?'

'ঋষির বাসায়।'

'ও।'

'তুমি ঋষির সঙ্গে কথা বলবে?'

'না। আমি কেন কথা বলব?'

'না ঋষির মুড অফ তো-'

'ও।'

পরের এক মুহূর্ত নিঃশব্দ কাটল। এক মুহূর্তে চার সেকেন্ড।

মাসরুর বলল, 'এই নাম্বারটা রাখো।'

'এটা কার নাম্বার?'

‘ঋষির নাম্বার।’

‘তার নাম্বার আমি কেন রাখব?’

‘দরকার পড়তে পারে না কখনো।’

‘না আমার দরকার পড়বে না। ... আর তুমি, তুমি ঋষির ফোন থেকে কথা বলছ কেন?’ ক্ষেপে উঠল মনে হলো দেবযানী, ‘লজ্জা করে না? নিজে একটা মোবাইল নিতে পারো না? রাখো ফোন!’

লাইন কেটে দিল দেবযানী।

আশ্চর্য! কী হয়েছে?

মাসরুর কিছুই বুঝতে পারল না।

অবশ্য দেবযানী নিয়মিতই এ রকম দুর্বোধ্য আচরণ করে। এখন আর ফোন করলে ধরবে না। কিংবা ফোন বন্ধ করে রাখবে।

হতভম্ব মাসরুর ঋষিকে দেখল। ঋষি কি তাকে লক্ষ্য করছে? - না। কিন্তু লক্ষ্য করে থাকে যদি?

মাসরুর বলল, ‘তুমি কি কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?’ যেন সে কথা বলছে দেবযানীর সঙ্গেই। এ রকম ভাবে আবার একটু পর বলল, ‘না পাবলিক লাইব্রেরি না।... না।...না।.. আমি কবি মার্কেটে থাকব।’

একটু পর বলল, ‘দুপুরে পারব না। ...না।’

একটু পর বলল, ‘হ্যাঁ, ছয়টায়। আচ্ছা রাখি। ... রাখি। ওকে। হ্যাঁ রাখি।’

ঋষি নাটক ধরতে পারেনি। মাসরুর ফোন ‘রাখা’র পর বলল, ‘কবি মার্কেট মানে?’

‘কবি আজিজ মার্কেট।’ মাসরুর হাসল, ‘কিংবা আজিজ কবি মার্কেট। এতো কবি মিলে আর কোথাও?’

‘রাইয়ান শুনলে তোকে খুন করে ফেলবে।’

‘আরো অনেকেই চেষ্টা করবে।’

ঋষি আর কিছু বলল না কিছুক্ষণ।

মাসরুরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

মাগরিবের আজান হলো মসজিদে।

গাউছিয়া মার্কেটের এরোপ্লেন মসজিদ। এখান থেকে সিমেন্টের এরোপ্লেন দেখা যায়। পানির ট্যাংকিটার উপরে উঠলে।

এর মধ্যে একবার ঘরে গেল ঋষি। চাদর পরে এল। আবার বসল।

মাসরুরও ফোন রেখে এল। ফিরে এসে বসে বলল, ‘তোর কি... অফিসে কোনো... সমস্যা হয়নি তো?’

‘নাহ্ অফিসে কিসের সমস্যা?’

‘তা হলে?’

‘তা হলে কি?’

‘তুই একটু পর পর এ রকম ম্যাট লিপস্টিক হয়ে যাচ্ছিস কেন?’

‘ম্যাট-লিপস্টিক?’ ঋষি হাসল।

মাসরুর বলল ‘কুয়াশা পড়ছে।’

ঋষি বলল, ‘হুঁ’।

‘মদ খাবি?’ মাসরুর বলল।

ঋষি বলল ‘না।’

‘গাঁজা?’

‘না।’

‘চরস?’

‘না।’।

‘সাপের বিষ?’

‘সাপের বিষ?’

‘হুঁ। পয়জনাস সাপ। খাঁচায় করে রাখে। জিহ্বায় ছোবল দেয়।’

‘কার জিহ্বায়?’

‘কার জিহ্বায় মানে? যে নেশা করবে তার জিহ্বায়!’

‘কুৎসিত ব্যাপার! কেমন নেশা হয়?’

‘তিন দিনব্যাপী। বাহাত্তর ঘন্টা। লাগাতার নেশা। তবে ম্যালা হুজ্জোতের ব্যাপার। তোর কি পাসপোর্ট আছে?’

‘না।’

‘তা হলে পাসপোর্ট করানো লাগবে। তারপর কলকাতায় যেতে হবে। তারপর হাওড়া ব্রিজের নিচে যেতে হবে। তারপর অনেক কষ্ট করে, জগগুদাদাকে খুঁজে বের করতে হবে। কানা জগগুদাদা। সাপঅলা।’

‘তুই কলকাতায় গিয়েছিলি?’

‘না, যাব।’

‘তুই দেবাযানীকে বিয়ে করবি?’

কি কথার মধ্যে কি কথা! মাসরুর বলল, ‘ফিফটি ফিফটি চান্স। যেমন এই এখন ধর না, এখন আমি বিয়ে করতে পারব না। টাকা-পয়সা নেই একদম হাতে। তুই পরশু টাকাটা দিলে তরশু বিয়ে করে ফেলব।’

‘কী?’

‘তোরা সাক্ষী থাকবি আমাদের বিয়েতে। তুই আর রাইয়ান। উকিল বাবা হবে শহিদুল।’

ঋষি বলল, ‘ও।’

‘ও মানে? তুই কি রাজি না? রাজি না থাকলে এক্ষুণি বলে দে! সাক্ষী না হলে বিয়ের পর কিন্তু তুই আমাদের বাসায় আসতে পারবি না। দেবযানী তোকে অ্যালাউ করবে না। আমিও করব না। একমাত্র আমাদের বাচ্চাকাচ্চা হলে তোকে একটা ফোন করতে পারি হয়তো। বাচ্চার নাম তুই রাখবি। এখন থেকে চিন্তাভাবনা শুরু করে দে।’

ঋষি বলল, ‘শোন-’

‘কি বল?’ মাসরুর বলল।

‘তুই কি সিরিয়াস?’

‘কি বিষয়ে?

‘তুই বিয়ে করবি দেবযানীকে?’

‘অবশ্যই!’

‘তুই দেবযানীকে ভালোবাসিস?’

‘ভালোবাসতে বাসতে ফতুর হয়ে গেলাম!’

‘দেবযানী?’

‘দেবযানী কি?’

‘ভালোবাসে তোকে?’

‘এ আবার কি রকমের কথা? দেবযানী কেন ভালোবাসবে না?’

‘না-’

‘না কি?’

‘না ধর.... কি রকম বলব.... এ রকম হয়তো, তোদের যদি বিয়ে না হয়?’

‘বিয়ে না হয়? কেন হবে না?’

‘তুই দেবযানীকে বিয়ে না করলি।’

থমকাল মাসরুর। ভাবল ঋষি কি ইয়ার্কি করছে? -না।

মাসরুর বলল ‘কী হয়েছে বল তো?’

ঋষি বলল, ‘কাল তোর সঙ্গে দেখা হবে দেবযানীর?’

মাসরুর দুর্বল গলায় বলল, ‘হবে।’

‘যদি না হয়?’ ঋষি বলল।

মাসরুর চোখ তীক্ষ্ণ করে দেখল। ঋষি এইসব কথা কেন বলছে? এ রকম কথা? যদি না হয়! যদি না হয়! -কেন? কিছু হয়েছে? ঋষির কথা বলতেই দেবযানী যে রকম রাগ করে উঠল! -মাসরুর বলল ‘তোর সঙ্গে এর মধ্যে দেবযানীর দেখা হয়েছে?’

ঋষি শান্ত গলায় বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘দেবযানী তোকে কিছু বলেছে?’

মাসরুর কি হাসল?

বোঝা গেল না।

কিছু বলল?

বোঝা গেল না।

আবার পাখির শব্দে ভরে গেল সব দিক।

পরিযায়ী পাখিরা যাচ্ছে। তাদের ডাক, তাদের ডানার শব্দ- সবদিক মুখরিত হয়ে উঠল। এই ছাদ, বিবর্ণ অন্ধকার, সব মুখরিত হয়ে উঠল।

‘এঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে- ছুটিতেছে তারা।’

- জীবনানন্দ দাশ।

এখন ঋষি কোনো কথা বললেও, মাসরুরের শোনা হয়ে উঠবে না।

আর কথা পাখির দল উড়ে গেলে তার পর।

কী কথা?

ঋষি কী বলবে?

মাসরুর ভাবল...

কী ভাবল?

ভাবল কোথায় উড়ে যায় পাখিরা?

যদি না যায়!

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**